বাওবাব গাছেদের কথা

- সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

'আহা ! কি আনন্দ আকাশে বাতাসে...'

এই গানের কথা মনে পড়ে ? জানি অনেকেরই মনে আছে যে এই গান সেই আমাদের সত্যজিৎ রায়ের লেখা। চমৎকার কণ্ঠে ভারী দরদ দিয়ে গেয়েছিলেন অনুপ ঘোষাল, পর্দায় ঠোঁট নেড়ে লিপ মিলিয়েছিল গুপি গায়েন ওরফে তপেন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ঢাক কাঁধে বাঘা বায়েন ওরফে রবি ঘোষ। আর ছবির নাম 'হীরক রাজার দেশে'।

তো, এই হীরক রাজার দেশে ছবিটা যাঁরাই দেখেছেন, তাঁদের সকলেরই মনে আছে যে এ ছবির গপ্পোটা হল একটা পালা বদলের গপ্পো। যেখানে আমরা দেখি অত্যাচারী লোভী হীরক রাজাকে। যে রাজা হীরের লোভে দেশের মানুষের পেট কেটে তাদের না খাইয়ে রাখে। শেষ পর্যন্ত সেই রাজার দেশে এসে হাজির গুপি আর বাঘা। ভুতের রাজার তিন বরে বলীয়ান গুপি বাঘার গানবাজনায় রাজার যাবতীয় অত্যাচারের দিনলিপি একেবারে শেষ। শেষকালে দড়ি ধরে মারো টান / রাজা হবে খান খান। মানে পালা বদল চূড়ান্ত।

আমরা যারা জার্মানি বা ইউরোপ বা আমেরিকা প্রবাসী, সেই আমাদের কজন ভালো করে জানি যে এই হীরক রাজার মত কাহিনীটা না হলেও আমাদের দেশঘরে, আমাদের বঙ্গভূমে কিন্তু এখন একটা জোরদার পালাবদল চলছে।

পালা বদলে যাচ্ছে।অতি দ্রুত। প্রায় প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু তার কতটুকু আঁচ পড়ছে আমাদের ওপর ? কতটা জানতে পারছি আমরা ? কিংবা, আরও খুলে বললে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে, আমাদের চিন্তায় ভাবনায়, আমাদের মনন মানসিকতায় তার ছাপ পড়ছে কতদূর?

তার আগে ছোট্ট করে বলে নেওয়া যাক, কী হচ্ছে কী হতে চলেছে আমাদের বাংলায়।

সেই বাংলা, যে বাংলাকে আমরা বুকের মধ্যে পুষে রাখি। যে বাংলায় আমাদের মত প্রবাসীদের অনেকেরই জন্ম, বেড়ে ওঠা। যেখানে প্রিয়মুখে ভরা শৈশবের অমলিন দিনগুলি, প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিন, কৈশোরের হঠাত বড় হয়ে যাওয়ার অভিঘাত, জীবনের প্রথম প্রেম কিংবা প্রথম বুকভাঙা অভিমানের নীলরঙা মনখারাপ। ওই সেই ভূমি, সেই দুঃখবিষাদ,আনন্দ সকলের সঙ্গে যেখানে ভাগ করে নেওয়ার সুখ।

সেই বাংলা জুড়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের হাওয়া এখন। গত তিনটি দশক জুড়ে যে বামফ্রন্ট আমাদের বাংলায় একচ্ছত্র রাজত্ব চালিয়ে এসেছে, শেষ লোকসভা নির্বাচনে সেই বাংলা থেকেই তারা অনেকটা ধুয়েমুছে সাফ। লোকসভায় তৃণমূল আর কংগ্রেসের জোট বাংলার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছে। ফলে ২০১১ সালে যে বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা তার ফলাফল যে কী হবে, সে বিষয়ে অনেকটাই ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলছেন বোদ্ধারা। শোনা যাচ্ছে, লালেদের দিন শেষ। এবার লাল পতাকা নেমে যাবে ময়দানের শহীদ মিনারের চুড়ো থেকে, রাইটার্সেও থাকবে না বাম রাজত্ব। সত্যি সত্যিই পালা বদলে যাচ্ছে।

তা যাক। গণতন্ত্রের ধর্মই তো পরিবর্তন। একেকটা ভোটে যদি নতুন করে নতুন চিন্তা চেতনা, দর্শনের দেখা না পাওয়া যায় তাহলে উন্নয়ন হবে কেমন করে ? পালাবদলে তাই কারও আপত্তি হওয়ার কথাও নয়।

আপত্তি অন্য জায়গায়, আপত্তি এই রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ে আমাদের প্রিয় জন্মরাজ্য জুড়ে যে অশান্তি আর খুনোখুনি আর মারদাঙ্গার একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেটা নিয়েই। আপত্তি এইজন্য যে দেশ থেকে যত দূরেই থাকি, আর যত সুখেই থাকি না কেন, সেখানে আমাদের চেনাজানা আমাদের প্রিয়মুখ, আমাদের প্রিয় শহর গ্রামগুলো সুখে নেই এই কথা ভেবে।

একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা গল্প। সুদূর আফ্রিকা থেকে একটা দারুণ সুন্দর বাওবাব গাছ একজন অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে গিয়ে নিজের বাগানে পুঁতেছিল। বাওবাব খুব শক্তপোক্ত জোরদার গাছ। আস্তে আস্তে সে অচেনা মাটিতে নিজের শিকড় চারিয়ে দিল। তার ডালপালা পেল সূর্যের আলো, তার শাখায় শাখায় ফল এল, ফুল এল। সব হল। কিন্তু কেউ জানত না, রোজ রাতে ওই মস্তবড় আকাশকে চ্যালেন্জ জানানো মহীরূহ বাওবাব সুদূর আফ্রিকায় ফেলে আসা তার কালো মাটি আর মাটির গভীরে থেকে যাওয়া এক টুকরো শিকড়ের জন্য চোখের জল ফেলত। কেউ টের পেত না তার সেই গোপন দুঃখের কথা। শুধু গভীর রাতে আকাশের বুকে আলোর রেখা টেনে মহাশূণ্যে মিলিয়ে যাওয়া উল্কার আলো তার সেই চোখের জল দেখতে পেত। স্বান্তনা দিত বাওবাব গাছকে তার ক্ষণিকের আলোর উষ্ণতাটুকু দিয়ে।

গভীর রাতে আমরাও অনেকেই বোধহয় ওই বাওবাব গাছ হয়ে যাই।